প্রশ্ন- ১৭ঃ ইবনে সামছ মাসিক মদিনা ২০০৩ মার্চ সংখ্যায় ১৭নং দাবী করেছে *"শবে-বরাত উপলক্ষে হালুয়া-রুটি বিতরন করা বিদ্আত"*। তার দাবী সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ দাবী করলেই সঠিক হয়না- দলীল উল্লেখ করতে হয়। ইবনে সামছ দলীল উল্লেখ করেনি। তাই তার দাবী বাতিল। হালুয়া রুটী বিতরন করা উত্তম। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া ও রুটী বেশী পছন্দ করতেন। শবে বরাতে অধিকাংশ লোক নফল রোযা রাখেন। তাই ইফতারের জন্য হালুয়া ও রুটী বিতরন করা হয়। তদুপরি, ঐ রাত্রে মানুষের বার্ষিক রিযিক বন্টন করা হয় এবং হায়াত মউত ও রিযিক-দৌলত– তথা ভাগ্য লিখা হয়। এক কথায়- ঐ রাত্রিটি হলো ভাগ্যরজনী। ঐ রাত্রে সদকা খয়রাত করে কবরস্থ মুর্দেগানের রূহে বখশিয়ে দেয়া হয়।

মক্কা শরীফে ১৯৮৫ সালে শবে বরাতে এক সুন্নী আরবীর বাড়ীতে আমাদের ১৩ জন আলেম ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপালকে দাওয়াত করে মিলাদ শরীফ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আমি মিলাদ শরীফ পাঠ করি এবং মৌলুদে বরজাঞ্জী হতে তাওয়াল্লাদ শরীফ তিলাওয়াত করি। মিলাদ শরীফ শেষে আমাদের সামনে হালুয়া-রুটী পেশ করা হয়। বাড়ীর মালিককে (ইঞ্জিনিয়ার) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

www.sunnibarta.com

করা হলে তিনি বললেন- রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া-রুটী পছন্দ করতেন, তাই দান খয়রাত স্বরূপ ইহা বিতরন করা হয়। বুঝলাম- পৃথিবীর সর্বত্রই হালুয়া-রুটী বিতরনের ভিত্তি ও রেওয়াজ আছে। ইহা শরিয়ত মোতাবেক জায়েয। যে রেওয়াজ শরিয়তের মৌলিক নীতির পরিপন্থী নয়- উহা মোবাহ্ বা জায়েয। হালুয়া পাক, রুটীও পাক। এগুলোকে নাজায়েয বলা ওহাবীদের স্বভাব। তারা দোহাই দেয়- নবী বা সাহাবীর যুগে নাকি এগুলো ছিলনা– তাই বিদ্আত। তাকে জিজ্ঞাসা করি- পোলাও বিরিয়ানী কি তিনি খাননা? এগুলো কি নবী বা কোন সাহাবীর যুগে ছিল? খাওয়ার সময় মাসআলা কোথায় যায়? গরুর চামড়া কালেকশন করে খারেজী মাদ্রাসা পরিচালনা করা কি নবীজী বা সাহাবীর যুগে ছিল? দেওবন্দ মাদ্রাসা কি নবীজীর যুগে ছিল? তাহলে এগুলো জায়েয হলো কিভাবে? সব কাজে নবীজীর বা সাহাবীদের যুগের নজীর চাওয়া এক প্রকার বেয়াকুবী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, ইসলামের সব কিছু নবীজীর যুগে চালু ছিলনা। শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) বলেছেন- "উত্তম খানা ও উত্তম লেবাছ- যা নবীজীর যামানায় ছিলনা- তা খাওয়া ও ব্যবহার করা মোবাহ্ ও জায়েয"। শবে বরাতের হালুয়া রুটীও অদ্রূপ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া বেশী পছন্দ করতেন। তাই শবে বরাতে হালুয়া বিতরণ করা হয়। কোরআন সুন্নাহর আলোকে সব কিছুর বিচার করাই নিয়ম। এই নীতি সর্বকালের জন্য।